তুমি বল, “হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর”।

’আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, একজন চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপরাগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার ওপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা’আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন: তুমি বল, “হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ
বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর”।
[হাসান] [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।]

একজন দাস আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে আসল, যে তার মালিককে কথা দিয়েছে এবং তার সাথে একমত হয়েছে যে সে নিজেকে কিনে নেবে এবং নিজেকে মুক্ত করবে যাতে সে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার কাছে কোন টাকা নেই। তাই সে বলল: আমি আমার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তাই আমাকে অর্থ দিয়ে, অথবা শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়ে তা পরিশোধ করতে সাহায্য করুন। আমিরুল মুমিনীন তাকে বললেন: আমি কি তোমাকে সেইসব বাক্য শিক্ষা দেব না যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তুমি তাঈ গোত্রের কাছে সাবীর নামক একটি পাহাড়ের সমান ঋণী থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তার প্রকৃত হকদারকে তা পরিশোধ করে দেবেন এবং তাঁর অপমান থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি বললেন: বলো: (হে আল্লাহ,) আমাকে (আপনার হালাল দ্বারা যথেষ্ট করে আপনার হারাম থেকে) দূরে ও ফিরিয়ে রাখুন এবং (আপনার অনুগ্রহে) ও দয়ায় (আপনি ছাড়া সকল মাখলুক থেকে আমাকে যথেষ্ট) ও সমৃদ্ধ (করুন)।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5884